যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN 27 2006 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পরীক্ষা না দিয়েই ৯ মাদ্রাসা ছাত্র পাস : তদন্ত শুরু

ফারুক আহম্মদ চাঁদপুর

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে পরীক্ষা না দিয়েও বিভিন্ন গ্রেডে পাস করা ৯ দাখিল পরীক্ষার্থী সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দু'কর্মকর্তা গতকাল সোমবার থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছেন। তারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেন্দ্র সচিব এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন। এরা হচ্ছেন- মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছালেহ আহম্মদ এবং সহপরিদর্শক মোঃ পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট প্রকাশ হওয়ায় ফরিদগঞ্জে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ১৪ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন বিভিন্ন গ্রেডে পাস করেছে। অন্য ৫ পরীক্ষার্থী এফ গ্রেড পেয়েছে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় ইতিমধ্যে মাদ্রাসা বোর্ড একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ২০০৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় ফরিদগঞ্জ কেন্দ্র-১-এর ১৪ পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু রেজাল্ট প্রকাশের পর দেখা যায়, এ ১৪ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন বিভিন্ন গ্রেডে পাস করেছে। পাস করা ছাত্ররা হচ্ছে- সাহাপর চৌধরীগাজী দাখিল ২.৩৩, ২৩৫২৮১ জিপিএ-২.৩৩ এবং ২৩৫২২৯, ২৩৫২৪১ এফ গ্রেড। ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার রোল-২৩৪৭৩৩ জিপিএ-৩.১৭, ২৩৪৭৪৪ এফ গ্রেড। হর্নিদুর্গাপুর মাদ্রাসার রোল-২৩৪৯৪৩ জিপিএ-২.৩৩, ২৩৪৯৪১ এফ গ্রেড। উত্তর আলোনিয়া মাদ্রাসার রোল- ২৩৭৪৬৬ জিপিএ-৩.৬৭। সাহেবগঞ্জ আলীনূর মাদ্রাসার রোল-২৩৪৯১২ জিপিএ-২.৪২, ২৩৪৯১০ জিপিএ-১.৫ এবং পুরান রামপুর ডিএস মাদ্রাসার রোল-২৩৪৯৫৭ এফ গ্রেড পেয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার জাতিয়াতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে; নয়তো পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এসব পরীক্ষার্থীর অনুপস্থিত থাকার তালিকা পাঠানোর পরও কিভাবে তাদের পাস দেখানো হলো। এদিকে, গতকাল সোমবার দুপুরে ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় উপস্থিত বোর্ডের উপনিয়ন্ত্রক ছালেহ আহম্মদ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, কোনো অপরাধের সঙ্গে একজন জড়িত নয়, নিশ্চয়ই এর সঙ্গে আরো অনেকে আছে। তবে এ চক্রটি কারা এ সম্পর্কে তিনি কোনো কথা বলেননি। বরং